২৬

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

19

শিক্ষাঙ্গনে

স্কলারশীপ

দেশের অনাচারের মাত্রা অদূর ভবিষ্যতে যে 'গিনেস্ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বুকে' স্থান পাবে এ আর নতুন কি? নইলে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত বাজেটের টাকায় কেনই বা বোর্ড স্কলারশীপের জন্য অর্থ সংকুলান হবে না, তবে কি এদেশের দরিদ্র মেধাবী ছাত্ররা ধরে নেবে যে—স্বৈরশাসনের পতন হওয়া সত্বেও তার বীজ ছড়িয়ে আছে এ দেশের শিক্ষা প্রশাসনে? যে দেশে কি-না শিক্ষিতের হার মাত্র ২২% কোথায় না সেখানে আরো উৎসাহ দেখানো হবে। শিক্ষার মানকে উন্নত করার একটি বাহন হচ্ছে স্কলারশীপ। আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা স্কলারশীপকে সম্মানসূচক মনে করেন। এ সম্মান লাভ করার জন্য অনেক ছাত্র-ছাত্রী শুরু থেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করেন, যেন কিভাবে সোনার হরিণটিকে আহরণ করা যায়। সেখানে তাদের এ মহৎ আশাটিকে যদি অংকুরেই বিনষ্ট করা হয় তবে তাদের মেধার যথাযথ বিকাশ কখনও সম্ভব নয়। এটি সকলেরই অবগত যে, দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপরই নির্ভর করে। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৯০ সনের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর প্রাপ্ত স্কলারশীপের ১ম কিস্তির টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু ২য় কিস্তির টাকার কোন হদিস এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক শ্রেণীর জন্য বরাদ্দ করা বোর্ড স্কলারশীপের টাকায় ঘাটতি এ বছরই প্রথম, যৎসামানই অর্থ তবে এর প্রয়োজনীয়তা দরিদ্র শিক্ষার্থীর মনে আঁধারের বাতিঘর। এ টাকায় প্রয়োজনীয় অবগুলো বইও কেনা যায় না, তবুও ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মেধার ফসলের জন্য তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কি মেধাবী ছাত্রদের দিকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করবেন না?

মোঃ হাবিব উল্লা চৌধুরী (হেলাল)

শিক্ষা আমাদের অধিকার

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশের মত স্বল্প শিক্ষার হার সম্বলিত দেশে যদি কেউ কারো এই মৌলিক অধিকার হতে বিরত রাখে তবে নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সমগ্র জাতির শত্রু। আর তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমগ্র জাতির স্বার্থেই অত্যন্ত জরুরী। এমনি ঘটনা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায়ই ঘটছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সুনাম থাকা সত্ত্বেও কতিপয় সন্ত্রাসীদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা এমনকি কর্তৃপক্ষও জিম্মি হয়ে পড়েছে। আর সন্ত্রাসীদের মদদ দিচ্ছে স্বয়ং ভিসি এবং কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন যে যত বেশী সন্ত্রাসী হতে পারবে সে তত বড় নেতা হতে পারবে— এটাই নীতি। তাদের এই সন্ত্রাসের কারণে বেশ কিছু ছাত্র এখন ক্যাম্পাস হতে দূরে এবং তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। ইতিপূর্বে সন্ত্রাসীরা ২০ জন ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয়ে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে বলে তাদের আর এখানে পড়াশুনা করা সম্ভব হয় না। সম্প্রতি তারা ১৪ জন নিরীহ ছাত্রকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে ফলে এদেরও পড়াশুনা অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এই নিরীহ ছাত্রদের ছাত্র জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে— যা সমগ্র জাতির জন্যই দুঃখজনক। অবিলম্বে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবাঞ্ছিত ঘোষিত (সন্ত্রাসীদের দ্বারা অবাঞ্ছিত ঘোষিত) ছাত্রদের ক্যাম্পাসে ফিরিয়ে নিয়ে তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট জোর দাবী জানাচ্ছি। কর্তৃপক্ষের নীতি "দুষ্টের লালন এবং শিষ্টের দমন নয় বরং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন হওয়া উচিত। আশা করি কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন।

—ইবনে আজিজ